ভোরের কাগজ

দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC. 01 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মেয়েদের পদচারণায় মুখর আফগান স্কুল

জালালাবাদ, ৩০ নবেম্বর, এপি ॥ বোমায় বিধ্বস্ত একটা শ্রেণীকক্ষে আড়াআড়িভাবে পা রেখে মেঝেয় বসে আছে ছাত্ররা। তাদের সামনে পায়চারি করতে করতে লেকচার দিচ্ছেন শিক্ষক। মাঝে মাঝে নোটবুকে দরকারী তথ্য লিখে নিচ্ছে ছাত্ররা। তবে জালালাবাদের নাসারান স্কুলে এটা মোটেও নতুন কোন দৃশ্য নয়। বরং নতুন দৃশ্য দেখা গেল বৃহস্পতিবার ক্লাসে ছাত্রীদের উপস্থিতি।

১৯৯৬ সালে তালেবান জঙ্গীদের ক্ষমতা গ্রহণের পর সেদিনই প্রথম শত শত ছাত্রী স্কুলে যায়। তাদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে শ্রেণীকক্ষ থেকে শুরু করে স্কুল প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। প্রথম দিনের স্কুলে যাওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল ছাত্রীদের শান্ত করে পাঠে মনোনিবেশ করাতে বেশ বেগ পেতে হয় শিক্ষকদের। তবে এর মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাসায় একা একা বা কয়েকজন মিলে লেখাপড়া করার চেয়ে স্কুলে সকলে মিলে এক সঙ্গে লেখাপড়া করার মজাই আলাদা। মতবিনিময় ও ভাবের আদান-প্রদান বেশ ভালভাবেই হয় এতে, জ্ঞানের বিকাশে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তালেবানমুক্ত আফগানিস্তানে আক্ষরিক অর্থেই মেয়েদের এখন লেখাপড়ার ধুম লেগেছে। "পূর্ব আফগানিস্তানের নানগড়হর প্রদেশে এ পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হয়েছে সাড়ে ৩ হাজার মেয়ে। আর শিক্ষকতায় ফিরে এসেছেন ৩২০ মহিলা", তালেবানপরবর্তী প্রাদেশিক পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক আব্দুল গনি হেদায়েতের কণ্ঠে রীতিমতো উচ্ছ্বাস। তার আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ৭ নবেম্বর তালেবানের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর প্রদেশটিতে ২৮৪টি স্কুল আবার খোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে ১ লাখ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী।

ক্ষমতা গ্রহণের পর তালেবান কর্তৃপক্ষ ইসলামী শিক্ষার ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। সে সময় ক্লাস নিত মূলত মোল্লারা। ছোট ছোট শিশুদেরও তারা শিক্ষা দিত উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম, যার আগামাথা কিছুই তারা বুঝত না। "তাই আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে পুরনো পাঠ্যক্রমে", তালেবানপরবর্তী নতুন যুগের শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষক আব্দুল হান্নানের কণ্ঠে নতুন আশা।

শিক্ষক ও ছাত্রীদের মতো খুশি হয়েছে ছাত্ররাও। যেমনটা বলল ১৬ বছরের ফরহাদ, "মোল্লারা চলে যাওয়ায় সে খুব খুশি। ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি তার প্রিয় বিষয় রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইংরেজী পড়তে পারছে সে। আর সে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে তার দু'বোনকে স্কুলে যেতে দেখে।

এদিকে বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে তালেবান উত্তর আফগানিস্তানে মহিলাদের ভূমিকা সংক্রান্ত এক সেমিনারে নারীবাদী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন সোচ্চার কণ্ঠে। তাদের মতে, লাখ লাখ আফগান মহিলার জীবন আসলেই বিপর্যস্ত হয়েছে এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কারণেই।